প্রথম আলো

তারিখ 22 MAY 2013
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

১০

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো

বুধবার, ২২ মে ২০১৩

editorial@prothom-alo.info

ছাত্রলীগ কি আইনের ঊর্ধ্বে?

অবিলম্বে অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার করা হোক

সিলেটে এমসি কলেজে গত রোববার ছাত্রলীগের দুই পক্ষে যে বন্দুকযুদ্ধ হয়ে গেল, তার প্রামাণ্যচিত্র দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। অনেক ছবিতে অস্ত্রধারীদের চেহারা-সুরত ধরা পড়েছে স্পষ্টভাবে। কিন্তু সিলেটের পুলিশ তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। কেন? আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় বলে ছাত্রলীগের জন্য দেশের কোনো আইন কি প্রযোজ্য নয়? সরকারের স্নেহধন্য ছাত্রলীগ কি আইনের ঊর্ধ্বে?

ছাত্রলীগের সশস্ত্র দুর্বৃত্তপনার সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে এই সরকারের আমলজুড়েই। তারা সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয় শুধু প্রতি-ছাত্রসংগঠনগুলোর সঙ্গেই নয়; নিজেদের মধ্যেও প্রচুর খুনখারাবি করেছে তারা। চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজির আধিপত্য নিয়ে তারা বিভিন্ন পক্ষে বিভক্ত। রোববার এমসি কলেজে তাদের দুই পক্ষের সংঘর্ষটিও বেধেছিল সেখানকার আধিপত্যকে কেন্দ্র করে। নিজেদের মধ্যে তারা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নানা অনৈতিক কারণে, আবার অপরাধ সংঘটনের পর তারা আইন-বিচারের বাইরে থেকে যায়। রোববার এমসি কলেজে তারা নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি করেছে পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে। পুলিশের দায়িত্ব ছিল অবৈধ অস্ত্র বহন ও ব্যবহারের অভিযোগে সেখানেই তাদের গ্রেপ্তার করা। কিন্তু পুলিশ তা করেনি। পুলিশের ভাষ্য, তারা নাকি সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যস্ত ছিল।

শুধু ছাত্রলীগ নয়, যুবলীগসহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠন ও মূল দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের জন্য দেশের আইন যেন অকার্যকর। তাদের সাত খুন মাফ। অথচ এই সরকার কথায় কথায় আইনের কথা বলে, সংবিধানের কথা বলে। বিরোধী দলগুলোর নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করতে সরকার সব সময় এক পায়ে খাড়া। এই সরকার আইনকে বানিয়েছে নিজের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার হাতিয়ার। একদিকে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকে সভা-সমাবেশ করতে দিচ্ছে না, অন্যদিকে নিজের দল ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের অন্যায়-অপরাধের সামনে দেশের আইন প্রয়োগব্যবস্থাকে প্রায় অকার্যকর করে রেখেছে। এটা কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের আচরণ হতে পারে না।

সরকারকে অবশ্যই আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে; দলমত-নির্বিশেষে সবার ক্ষেত্রে আইনের সমান প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। রোববার সিলেটে এমসি কলেজে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সশস্ত্র সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারীরা পরিচিত মুখ। সিলেটের পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের সবাইকে চেনে। পুলিশের দায়িত্ব তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র বহন ও ব্যবহার-সংক্রান্ত আইনে মামলা এবং তাদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা। কিন্তু এখনো তা করা হয়নি। সিলেটের পুলিশ একটি সাধারণ ডায়েরি করেছে মাত্র। এটা হাস্যকর, আইনের শাসনের সঙ্গে মশকরা। এভাবে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নৈতিক অবস্থান দুর্বল হতে বাধ্য।

যে অবৈধ অস্ত্রধারীদের ছবি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, তাদের অবশ্যই গ্রেপ্তার করতে হবে।

বদলে যাও বদলে দাও